হিজামা কী ও কেন?

(সুস্থতার জন্য সুন্নতি চিকিৎসার বিকল্প নেই)

মাওলানা হাবিব উজ জামান আজম

সম্পাদনায়

মুফতী মো. আব্দুল্লাহ্
গ্র্যান্ড মুফতী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা
ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

শায়খুল হাদীস ও মুফতী আব্দুস সালাম নো'মানী
বিভাগীয় প্রধান: উলুমুল হাদীস
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকা।

ডা. মোহাম্মাদ সাইফুল আলম তালুকদার
বিডিএস, এমপিএইচ (কোর্স, নিপসম), এমআরএসপিএইচ (ইউকে)
এক্সপার্ট হিজামা থেরাপী,ট্রেইনার হিজামা প্ল্যানেট কাপিং ও রুকইয়াহ সেন্টার।

ডা. সাঈদ আল মনসুর (ইনাম)
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) ও হিজামা স্পেশালিস্ট
ডক্টর্স কাপিং কর্নার, শ্যামলী, ঢাকা।

তৃণলতা প্রকাশ
৪০/৪১ আহমেদ কমপ্লেক্স, নর্থব্রুক হল রোড়, বাংলাবাজার ,ঢাকা - ১১০০
ফোন : ০১৭১১- ৭৩০ ৯৩১, ০১৯২৬- ৬৫৭ ৫০৮

হিজামা কী ও কেন?

মাওলানা হাবিব উজ জামান আজম

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রয়ারি ২০২৩

মূল্য: ৩৫০/-

Hijama Ki O Kano
Mawlana Habib Uz Zaman Azam
E-Mail & Facebook: habibazambd71@gmail.com

পরিবেশক

হক লাইব্রেরী
১৮ নং আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান,
বায়তুল মোকাররম ঢাকা- ১০০০।
০১৮১৭- ৫৮৮ ৬৩১

আল মাহমুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং ২৬
১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।
০১৬৭০- ৬২৩ ৭৭৭
ও
সকল অনলাইন পরিবেশক

অথবা
সরাসরি ওয়ার্ডার করুন
০১৬১৬- ৪৬ ৪০ ৪৬
এই নম্বরে

ISBN 978-984-35-3214-5

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর রাষ্ট্রিয়ভাবে সর্বপ্রথম নিয়োগ প্রাপ্ত গ্র্যান্ড মুফতী, বিশিষ্ট ইসলামিক গবেষক, সম্পাদক ও লেখক, হাফেজ, ক্বারী, মুফতী মোঃ আব্দুল্লাহ্ এর অভিমত ও সম্পাদনা প্রসঙ্গ।

সম্পাদকের কথা

বিসমিহী তা'আলা, সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামিনের জন্য, অগণিত সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর তরে। স্নেহের ছোট ভাই মাওলানা হাবিব উজ জামান আজম অত্যন্ত পরিশ্রম করে 'হিজামা কী ও কেন?' বইটি লিখেছেন। বইটির পরতে পরতে তাঁর দরদমাখা ও আন্তরিক ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অল্প সময়ে তিনি হিজামা বিষয়টির পাশাপাশি আরো অনেকগুলো বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন মর্মে অনুমিত হয়েছে। হিজামা বিষয়টি যেহেতু অনেকগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত, তাই বলা যায় এতে প্রিয়নবী (সা.) এর নেক নজর ও দু'য়া শামিলে হাল রয়েছে। তাই চিকিৎসাপদ্ধতিটি গ্রহণের পাশাপশি মহান আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল থাকলে ইনশা-আল্লাহ্ নর-নারী সকলেই এ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়।

মহান রাব্বে করিম এর দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন লেখকের এ শ্রম-সাধনাকে কবুল করেন এবং বেশি বেশি জনগণকে এর দ্বারা উপকৃত করেন। আমীন!

অধম সম্পাদক

০৮/১১/2022 খ্রি.

(মুফতী মোঃ আব্দুল্লাহ্)
গ্র্যান্ড মুফতী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০
ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

উপমহাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা, শাইখুল হাদীস আব্দুর রশীদ নোমানী রহ. এর সুযোগ্য শাগরিদ, হযরতুল আল্লামা শায়খুল হাদীস ও মুফতী আব্দুস সালাম নোমানী দামাত বারাকাতুহুম এর-

অভিমত ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। দুরূদ ও সালামের হাদিয়া বর্ষিত হোক হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। 'হিজামা' আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত এক চিকিৎসাপদ্ধতি, যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে গ্রহণ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে গ্রহণ করতে তারগীব দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্ মাওলানা হাবিব উজ জামান আজম এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমি হিজামার হাদীসগুলো তাহ্কিকের মাধ্যমে দেখে ও পড়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি। দোয়া করি আল্লাহ লেখককে আরো বেশি বেশি দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক দান করুন। এর লেখক, পাঠক, সম্পাদক সহ বই সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন, আমীন।

২৫-১১-২২

(শায়খুল হাদীস ও মুফতী আব্দুস সালাম নো'মানী)
বিভাগীয় প্রধান: উলুমুল হাদীস
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকের কলেজ ও হাসপাতাল ঢাকা এর প্রভাষক **ডা.** মো. মোখলেছুর রহমান মুহিন এর-

অভিনন্দন

মহান আল্লাহর শুকরিয়া ও প্রশংসা জ্ঞাপণ করছি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানান দিক, নানান তার সম্ভাবনা ও ইতিহাস; যা মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করছে। বর্তমান সময়ে মানুষ আবার সেই পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ামুক্ত 'হিজামা' চিকিৎসার আশ্রয়ে আসছে, যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত একটি উপকারি চিকিৎসাব্যবস্থা। বর্তমানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই এটি সমাদৃত ও প্রশংসিত।

মাওলানা হাবিব উজ জামান আজম, যিনি এ বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞব্যক্তি। তিনি হিজামার পরিচয় ও অন্যান্য বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি শুরু থেকেই চিকিৎসা বিষয়ক বই রচনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আমার কাছে দিকনির্দেশণা চাইতেন এবং আমাকে অবহিত করতেন। তিনি যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করে "হিজামা কী ও কেন?" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ জন্য আমি তাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

পরিশেষে আমি আশা করি, সর্বস্তরের মানুষ বইটি পড়ে খুবই উপকৃত হবেন। লেখকের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘ কর্মময় জীবন এবং বইটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করছি।

০৫/১২/২২

(ডা. মো. মোখলেছুর রহমান মুহিন)
বি.ইউ.এম.এস (ঢা. বি.)
প্রভাষক, সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক
মেডিকেল কলেজও হাসপাতাল, মিরপুর-১৩ ঢাকা

একদল তরুণ এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত হিজামা প্রতিষ্ঠান, ডক্টর্স কাপিং কর্নারের চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে ডা. সাঈদ আল মনসুর (ইনাম) এর-

শুভেচ্ছা বার্তা

বেঁচে থাকা মানেই হচ্ছে সুস্থতা এবং অসুস্থতার পালা বদল। সেই আদি কাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি মানুষ খুঁজে গিয়েছে এবং এখনও খুঁজছে, কিসে সে সুস্থ থাকে। কি থেকে অসুস্থতা থেকে মুক্ত করবে? একদিকে যেমন ক্যান্সারের মত মরণব্যাধি আমাদের ভোগাচ্ছে, অন্যদিকে রেডিও থেরাপি ও কেমোথেরাপির মত জটিল জিনিস উদ্ভাবন করে আমরা সুস্থতা অর্জনের চেষ্টা করে যাচ্ছি। চিকিৎসক হিসেবে সব সময়ই রোগমুক্তির উপায় খোঁজার ব্যাপারটা আমাদেরকে ভাবাতো, আশ্চর্যন্বিত করত। যখন রসূল (সা.) এর সেই কথাটা সামনে আসলো, যে, আমরা যাবতীয় যা কিছুর মাধ্যমে চিকিৎসা করি তার মধ্যে উত্তম হচ্ছে 'হিজামা'- ব্যাপারটা খুবই অবাক করার মত ছিল। হিজামার ব্যাপারে কাজ করা শুরুর পরেই অনুভব করলাম এই ব্যপারে মানুষ যেমন কম জানে, অন্যদিকে মাতৃভাষায় জানার সুযোগটাও আসলে সেভাবে তৈরী হয় নাই। গবেষণাভিত্তিক কার্যক্রম একেবারেই অপ্রতুল। সেই অবস্থা থেকে অনেকেই হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহকে, শ্রেষ্ঠতম এই চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সামনে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন নিরন্তরভাবে। নিঃসন্দেহে মাওলানা হাবিব উজ জামান আজম তার মধ্যে অন্যতম, আলহামদুলিল্লাহ।

'হিজামা কী ও কেন'? বইটিও সেই প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করি। শুভকামনা রইল এই চমৎকার প্রচেষ্টার। লেখকের চেষ্টা ও উদ্দেশ্যকে সফল করেন এবং তার প্রচেষ্টাকে সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করে নেন। আমিন!

শুভকামনায়

০৭/১২/২২

ডা. সাঈদ আল মনসুর (ইনাম)
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
ডক্টর্স কাপিং কর্নার, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

হিজামা অ্যাসোসিয়েশান অব বাংলাদেশ এর অর্থ-সম্পাদক ও হিজামা স্পেশালিস্টও গবেশক ডা. মোহাম্মাদ সাইফুল আলম তালুকদার এর-

বাণী

মাওলানা হাবিব আজম ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় অনেক দিনের। আমার কাছে এসেছিলেন ওনার কাছের একজন রোগীকে নিয়ে এবং নিজেও হিজামা নিতে। মজার ব্যপার হচ্ছে তখন বাংলাদেশে হিজামার শুরুর দিক। এই ট্রিটমেন্ট থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি হিজামা শেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, এবং আমার পরে আরও অনেক শিক্ষকের কাছে হিজামা শিখেছেন। উনি বই লিখছেন শুনে আমার বেশ ভালো লেগেছে এবং স্ক্রিপ্ট পড়ে দেখেছি যে, দেশে বিদেশে অনেক বইয়ের মত এই বই নয়। আমি আশাকরি, এই বইটিসর্বত্র হিজামা প্রচারের জন্য যথেষ্ট। এটা থেকে হিজামা থেরাপিস্টবৃন্দের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন, ইনশা-আল্লহ।

পরিশেষে আমি মাওলানা হাবিব আজম ভাইকে হিজামা অ্যাসোসিয়েশান এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভকামনা ও মোবারকবাদ জানাই।

Saiful Alam
27.12.2022

ডা. মোহাম্মাদ সাইফুল আলম তালুকদার
বিডিএস, এমপিএইচ (কোর্স, নিপসম), এমআরএসপিএইচ (ইউকে)
পিজিটি (ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি), পিজিটি (অর্থোডোন্টিক্স)
কনসালটেন্ট, কসমেটিক ডেন্টিস্ট ও ইমপ্ল্যান্ট ডেন্টাল সার্জন, কনসালটেন্ট, ও
ট্রেইনার, হিজামা থেরাপী ডায়েট ও লাইফস্টাইল এক্সপার্ট হিজামা
প্ল্যানেটঃ কাপিং ও রুকইয়াহ সেন্টার।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

প্রথম পরিচ্ছেদ

লেখকের কলাম ১২
হিজামা কী? ১৭
হিজামার ইতিহাস: ১৮
হিজামার হাদীসসমূহ: ২১
কেন হিজামা গ্রহণ করবেন? ২৫
হিজামার উপকারিতাসমূহ: ২৭
হিজামা কীভাবে কাজ করে তার কিছু বৈজ্ঞানিক থিওরি ২৯
'তাইবাহ্' থিওরি কী? ৩৭
ল্যাব টেস্টে হিজামার বিজ্ঞানভিত্তিক উপকারিতা: ৩৯
টক্সিন কী? ৪৩
হিজামা বিষয়ে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর ৪৮
শিঙ্গা ও হিজামার মধ্যে পার্থক্য ৫৪
সুস্থ ব্যক্তিরাও কি হিজামা নিতে পারবে? ৫৬
হিজামা এবং প্রচলিত চিকিৎসার মধ্যে পার্থক্য: ৫৮
হিজামার পাশাপাশি অন্যান্য ঔষুধ খাওয়া যাবে কি? ৬০
আগুনের সেঁক বা ফায়ার কাপিং কী ও কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তদবির বা রুকিয়াহ্ কী ও কেন? ৯৭
তদবির বা রুকিয়াহ্ রোগের আলামতসমূহ: ১০০
বদনজর ও যাদুর লক্ষণসমূহ: ১০৩
যাদুর প্রভাবের আলামতসমূহ: ১০৫
যাদুর বিভিন্ন প্রকারভেদ ও নির্দেশনা: ১০৮
বিবাহ বন্ধের যাদু ও তার প্রতিকারসমূহ: ১১৩
যাদু সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: ১১৫

কুফরী যাদু কীভাবে কাজ করে: ১১৬
যাদুকর চেনার উপায় বা আলামতসমূহ: ১১৭
জ্বিনে ধরার লক্ষণসমূহ: ১১৯
রুকিয়াহ্ ও হিজামায় যেসব রোগের কার্যকর চিকিৎসা হয়: ১২৫
রুকিয়াহ্ এর সাথে হিজামার সম্পর্ক কী? ১২৭
হিজামা বা রুকিয়াহ একবার করলেই কিসুস্থ হয়ে যায়? ১২৮
হিজামায় মাথার চুল কেন ফিরে পায়: ১২৯
হিজামায় মুখের ব্রণের উপকারিতা: ১৩২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চাঁদের সাথে হিজামার সম্পর্ক! ১৪৬
হিজামা কি কার্যকরী চিকিৎসাব্যবস্থা? ১৫২
হিজামায় কাজ হচ্ছে তা কীভাবে বুঝা যাবে? ১৫৩
হিজামায় কেন রোগীরা আসক্ত হন? ১৫৫
হিজামার রোগ এবং পয়েন্ট বিবরণ: ১৫৬
শরীরে হিজামার পয়েন্টের স্থানসমূহ: ১৭৬
হিজামার আগে ও পরে কিছু নিয়মনীতি মেনে চলা জরুরি: ১৭৮
হিজামা চিকিৎসা নিতে কেমন খরচ পরে ২০১
হিজামার কাপ ও সরঞ্জাম কেন ডিসপোজেবল হওয়া উচিৎ? ২০৬
হিজামা বিষয়ে মতামত কী ও কেন? ২০৮
বাংলাদেশে হিজামার আভিরভাব: ২১১
হিজামা-ই শ্রেষ্ঠ: ২১৯
সহায়ক গ্রন্থাবলি ২২৪

লেখকের কলাম

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম,

সালাম-বাদ, প্রিয়পাঠক ২০১৪ সালের শেষের দিকে একটি হারিয়ে যাওয়া 'তিব্বে নববী'র (সুন্নাহ চিকিৎসা) বিষয়ে একজন মাওলানার মাধ্যমে আমি অবগত হয়ে তা নেওয়ার আগ্রহ করি। সপ্তাহ খানেক পর চিকিৎসার জন্য সব নিয়ম মেনে এরকম পর পর তিনবার গ্রহণ করি। আলহামদুলিল্লাহ্ চিকিৎসা নেওয়ার পর আমার মনে হচ্ছিল, আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে নতুন আরেকটি জীবন ফিরে পেয়েছি। তাই আমার পরিবারকেও এই চিকিৎসা সেবার সাথে অন্তর্ভুক্ত করি। ২০১৫ সালের মাঝামাঝি থেকে অদ্যাবধি এই হারিয়ে যাওয়া চিকিৎসা (বিষয়ের) অভিজ্ঞ উস্তাদের খোঁজে এবং এর গবেষণায় নেমে পড়ি। অতঃপর পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ, ভারত, মিশর, চায়না এবং টশ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিভিন্ন উস্তাদগণ থেকে সরাসরি হাতে-কলমে থিওরিক্যাল ও প্রাকটিক্যাল জ্ঞান-অর্জন করি। পাশাপাশি আরো কিছু প্রচলিত অন্যান্য অল্টারনেটিভ চিকিৎসাপদ্ধতি যেমন- ফায়ার কাপিং, আকুপাংচার, আকুপ্রেশার থেরাপির উপরেও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এই চিকিৎসাপদ্ধতি আমাদের থেকে বহুদিন অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা ছিল। বর্তমানে অনেকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এটি দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। আমাদের হারিয়ে যাওয়া এই চিকিৎসা ব্যবস্থাটি হল 'হিজামা'। তাই আমাদের থেকে হারিয়ে যাওয়া এ চিকিৎসাব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে পাওয়ার লক্ষ্যে কয়েক জন অভিজ্ঞ চিকৎসক এবং বিজ্ঞ আলেমদের সহযোগিতায় এ বিষয়ে কিছু লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করি, আমার ক্ষুদ্র গবেষণা ও অজ্ঞিতার আলোকে কিছু লেখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি মাত্র। আমার এ লেখাগুলো দ্বারা কাউকে উপদেশ বা জ্ঞান-দান কোনোটিই উদ্দেশ্য নয় বরং একটা ইসলামিক স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ কল্যাণকর চিকিৎসাপদ্ধতি রয়েছে মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার মূল উদ্দেশ্য।

পরিশেষে "হিজামা কী ও কেন?" গ্রন্থটি রচনায় জ্ঞানের স্বল্পতা, বহুল তথ্যের অভাবসহ অনিচ্ছাকৃত যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই সুহৃয় পাঠকগণ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। মহান আল্লাহ সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন। ....

আরজ গুজার
মাওলানা হাবিব উজ জামান আজম
মডার্ন হিজামা সেন্টার, ঢাকা।

কেন হিজামা গ্রহণ করবেন

১) সুস্থ্যতা ও স্বস্থ্য ধরে রাখার জন্য।

২) সকল রোগকে প্রতিহত করার জন্য।

৩) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য।

৪) শরীরের সকল দূষিত পদার্থ বের করার জন্য।

৫) জীব জন্তুর বিষ ও খাদ্যবিষ অপসারণের জন্য।

৬) প্রচলিত সকল ওষুধের উপর চাপ কমানোর জন্য।

৭) রোগাক্রান্ত হওয়া থেকে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

৮) হারানো সুন্নতী চিকিৎসাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য।

৯) পুরাতন ও দূরারোগ্য রোগ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য।

১০) রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য।

১১) শরীরের ভিতর শিরা বা অর্গানসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য।

১২) যে কোনো রোগের চিকিৎসার পূর্বে হিজামার মাধ্যমে দ্রুত ফল পাওয়ার জন্য

১৩) মানুষের সকল প্রকার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতা বহাল রাখার জন্য।

১৪) বদনজর, জিন-যাদু (সেহের) ও ব্ল্যাক ম্যাজিক সমস্যা দ্রুত কার্যকর হওয়ার জন্য।

চাঁদের সাথে হিজামার সম্পর্ক!

ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবস্থার নাম। এর প্রতিটি বিধানের রয়েছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। মানবতার সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রেরিত রাসূল। তাঁর যুগে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রসার লাভও করেনি। তবুও বর্তমানে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে তাঁর জীবনের প্রতিটি কর্ম ও নির্দেশনা রহস্যময় এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। বিভিন্ন যুগের বৈজ্ঞানিকরা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাঁর নির্দেশিত প্রতিটি কাজ, চিন্তাভাবনা, নিয়মনীতি, আইনকানুনের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন সেই মহারহস্য উদঘাটন প্রত্যাশায়।

রুকইয়ার অধ্যায়

হিজামা ও রুকইয়াহ্ মানেই সুস্থ, সুন্দর ও সুখময় জীবন

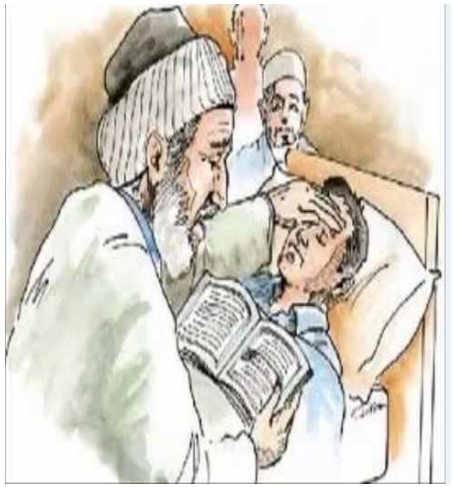

ঘুমের মধ্যে 'বোবায় ধরে' কেন, পরিত্রাণে করণীয়:

ঘুমের মধ্যে অনেক সময় শরীরের ওপর ভারী কিছু বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অনুভূত হয়। এ সময় হাত-পা নাড়ানো যায় না। এ সময় সাহায্যের দরকার পড়ে। কিন্তু, চাইবে কী করে? এ সময় মুখ থেকে কোনো কথাও বেরোয় না। এমন অসহায় অবস্থার কয়েক সেকেন্ড যেন কয়েক ঘণ্টা মনে হয়। মনে হয় এই বুঝি দমবন্ধ হয়ে গেল। যেসব মানুষ ঘনঘন এই সমস্যায় পড়েন তাদের কাছে ঘুম হয়ে যায় আতঙ্কের ব্যাপার। প্রচলিত বাংলায় এই অবস্থাকে 'বোবায় ধরা' বলা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই সমস্যাকে বলেন "স্লিপ প্যারালাইসিস"। ইসলামে 'বোবায়' ধরার ব্যাখা ও প্রতিকার:

হিজামায় মাথার চুল কেন ফিরে পায়:

বর্তমানে অনেক রোগীর চাহিদা তার মাথার চুল ফেরত আনা। আলহামদুলিল্লাহ্ হিজামায় চুল পড়া একে বারে বন্ধ হয়ে যায় এবং মাথার মাঝখানেও চুল ফেরত আসে, আবার চুল মোটা ও ঘন হয়। কিন্তু মনে রাখবেন ফ্রন্টাল হেয়ার লসে (সামনের দিকে) হিজামার কার্যকারিতা কম, তার জন্য হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট লাগবে। কিন্তু মাথার সকল সমস্যার ক্ষেত্রেই হিজামা খুবই কার্যকর। এখন আমরা জানবো চুল পড়া আরম্ভ হয় কী কী সমস্যার কারণে। যথা-

- বায়ু চড়া হলে।
- বংশগত কারণে।
- অতিরিক্ত খুশকির কারণে।
- চুলের সঠিক যত্ন না করলে।
- ভেজা অবস্থায় চুল আঁচড়ালে।
- সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মির কারণে।
- ডায়েট প্রোটিনের অভাব হলে।

হিজামায় মুখের ব্রণের উপকারিতা:

মুখের ব্রণের চিকিৎসায় হিজামা। মুখের ব্রণের জন্য হিজামা খুবই কার্যকরী। হিজামাকে অনেকেই শুধু ব্যথানাশক চিকিৎসাব্যবস্থা ভেবে ভুল করে থাকেন। অথচ হিজামা এমন এক চিকিৎসাপদ্ধতি; যার মাধ্যমে অনেক জটিল ও মারাত্মক রোগের পাশাপাশি আরো অন্যান্য সমস্যারও সমাধান হয়। তার মধ্যে অন্যতম হলো মুখের ব্রণ। যুবক বয়সে যখন মুখের সৌন্দর্যের প্রতি সবাই আকর্ষণবোধ ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, ঠিক সে বয়সেই মুখে এই বিশ্রী গোটাগুলো দেখা দেয়, যা তাদের অন্যতম দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ একটু সচেতন থাকলেই এ সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব।

হিজামার রোগ এবং পয়েন্ট এর বিবরণ :

নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন রোগের জন্য হিজামার পয়েন্ট গুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হল। যা বিভিন্ন গবেষকদের থেকে সংগ্রহকৃত যার কিছু সংখ্যক এখনো পরীক্ষাধীন। যেমন ভারতের হায়দ্রাবাদের ডা. মোঃ আহসান ফারুকী, লন্ডনের হিজামা নেশন, বেঙ্গালোরের ডা. জুনায়েদ খান এবং মিশরের ডা. আবু নাসের এর থেকে প্রাপ্ত-পয়েন্টগুলো সম্মিলিতভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে যোগ্য থেরাপিস্টগণ রোগীর অবস্থা বুঝে পয়েন্ট বাড়াতে বা কমাতে পারেন।